বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯-আইন/২০১৬।- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম** ।- এই বিধিমালা গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) ""আইন'' অর্থ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৯ নং আইন);

(খ) ""আবেদনকারী'' অর্থ বিবাদের কোন পক্ষ যিনি বিরোধীয় বিষয়ে আবেদন করেন;

(গ) ""ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান'' অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ক্ষেত্রমতে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ অনুসারে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঘ) ""চেয়ারম্যান'' অর্থ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান;

(ঙ) ""তফসিল'' অর্থ আইনের তফসিল বা উহার কোন অংশ;

(চ) ""ধারা'' অর্থ আইনের কোন ধারা;

(ছ) ""প্রতিবাদী'' অর্থ বিবাদের অন্য পক্ষ যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়;

(জ) ""ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার কোন ফরম;

(ঝ) ""সদস্য'' অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য; এবং

(ঞ) ""আদালতের সদস্য'' অর্থ গ্রাম আদালতের সদস্য।

৩। **আবেদনপত্র দাখিল**।- (১) আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদনকারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যনের নিকট নির্ধারিত ফরম-১ এ আবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত আবেদনে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হইয়াছে উহার নাম;

(খ) আবেদনকারী এবং তাহার পিতা, মাতা এবং ক্ষেত্রমত, স্বামী বা স্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা;

(গ) প্রতিবাদী এবং তাহার পিতা, মাতা এবং ক্ষেত্রমত, স্বামী বা স্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা;

(ঘ) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা বিরোধ বা মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে সেই ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত স্থানের নাম;

(ঙ) সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও মূল্যায়ন (আর্থিক মূল্যমান);

(চ) সাক্ষীগণ এবং তাহাদের পিতা, মাতা এবং ক্ষেত্রমত, স্বামী বা স্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা; এবং

(ছ) প্রার্থিত প্রতিকার।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করিবার সময় আইনের তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা হইলে ১০ (দশ) টাকা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানী মামলা হইলে ২০ (বিশ) টাকা হারে ফিস প্রদান করিতে হইবে।

৪। **আবেদনপত্র পরীক্ষা**।- (১) চেয়ারম্যান কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে প্রাথমিকভাবে উহার উপযুক্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্রে বর্ণিত অভিযোগটি আইনের তফসিলভুক্ত কিনা তাহা যাচাই করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্র পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আবেদনপত্রে বর্ণিত অভিযোগটি গ্রাম আদালতে বিচার্য নহে তাহা হইলে অবিলম্বে লিখিতভাবে অগ্রাহ্যের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিবেন।

৫। **আবেদনপত্র গ্রহণ** ।- (১) আবেদনপত্র গ্রহণের পর আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অবিলম্বে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি গ্রাম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) যখন কোন আবেদনপত্র গৃহীত হয়, উহার বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে ফরম-২ এ মামলা রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত রেজিস্টার বহি অনুযায়ী মামলাটির নম্বর ও সন আবেদনপত্রের উপর লিখিত হইবে এবং ফরম-৩ এ আদেশনামায় আবেদনপত্র গৃহীত হওয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যদি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালতের নিকট আবেদন করা হয় এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত যদি মনে করেন

যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সঠিক বা আইনানুগ নহে সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট মামলা ফেরত পাঠানো হইলে উহা ফরম-২ এ বিধৃত মামলা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার প্রক্রিয়া শুরু করিতে হইবে।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজে আবেদনকারী হইলে বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করিতে হইলে, চেয়ারম্যান প্যানেলের ১নং সদস্যের নিকট উহা দাখিল করিতে হইবে।

৬। **রিভিশন**।- (১) আবেদনকারী দাখিলকৃত আবেদন অগ্রাহ্য হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতের নিকট রিভিশন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী রিভিশন আবেদনের সংক্ষিপ্ত কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত আবেদনে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানাসহ লিখিত এবং আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহিযুক্ত হইতে হইবে এবং উহার সহিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক অগ্রাহ্যকৃত মূল আবেদনপত্রটি জমা দিতে হইবে ।

৭। **রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তি**।- (১) আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী যদি সহকারী জজ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যে আদেশ দিয়াছেন তাহা সঠিক বা আইনানুগ নহে তাহা হইলে তিনি উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করিয়া রিভিশনটি নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালত রিভিশন দায়েরের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত রিভিশন নিষ্পন্ন করিবেন।

৮। **সমন জারী, ইত্যাদি**।- (১) বিধি ৭ অনুযায়ী আবেদনপত্র মামলা রেজিস্টার বহিতে অর্ন্তভুক্ত করিবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মামলা গ্রহণের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবাদীকেও অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য **ফরম-৪** অনুযায়ী সমন জারী করিবেন।

(২) প্রতিটি সমন দুই প্রস্থে লিখিত এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে এবং গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর একইরূপে উহা চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে।

(৩) প্রতিটি সমন ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মচারী অথবা ক্ষেত্রমত, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জারী করিবেন।

(৪) যে প্রতিবাদীর প্রতি সমন দেওয়া হয় সমনের এক প্রস্থ তাহাকে অর্পণ করিয়া বা তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া উক্ত সমন তাহার উপর ব্যক্তিগতভাবে জারী করিতে হইবে।

(৫) সমন জারী অন্তে এই কাজের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমন গ্রহীতার প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপস্থিতিতে তিনি বা তাহার পরিবারের সদস্য বরাবর সমন জারী করা হইলে সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমনগ্রহীতার পক্ষে প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) যথাবিহিত চেষ্টা সত্ত্বেও উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারী করা সম্ভব না হইলে সমন জারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী দুই প্রস্থ সমনের এক প্রস্থ সমন প্রদত্ত ব্যক্তি সাধারণত যে বাড়ীতে বসবাস করিয়া থাকেন,উহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করিবেন যাহাতে উক্ত সমন যথাবিহিতভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

(৭) যে ব্যক্তিকে সমন প্রদান করা হইয়া থাকে তিনি যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাহিরে বসবাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ) সমন জারী করাইতে পারিবেন এবং আবেদনকারীকে এই বাবদ খরচ বহন করিতে হইবে।

৯। গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন।- (১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ আদালতের সদস্য মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে এইরূপ ব্যর্থতার বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন, অন্যথায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট ব্যর্থতার কারণ জানিতে চাহিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রাপ্ত কারণ সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তাহার সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য এবং স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে আদালতের সদস্য মনোনয়ন পূর্বক গ্রাম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৩) শুনানীকালে কোন পক্ষের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ এর কোন সদস্য এবং স্থানীয় ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে আদালতের সদস্য মনোনয়নপূর্বক মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১০। গ্রাম আদালত গঠন।-(১) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করা হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পক্ষগণকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহাদের আদালতের সদস্য মনোনয়ন করিবার জন্য ফরম-৬ অনুযায়ী নির্দেশ দিবেন।

(২) মামলার পক্ষগণ উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নির্দেশপ্রাপ্ত হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফরম-৭ অনুযায়ী স্ব স্ব সদস্যগণের মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী মনোনীত আদালতের সদস্যগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লইয়া গ্রাম আদালত গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্র গৃহীত হইবার সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠিত হইতে হইবে।

(৪) আদালতের সদস্যগণের নাম পাইবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান **ফরম-২** এ বর্ণিত মামলা রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট কলামে সদস্যগণের নাম লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী মনোনীত আদালতের সদস্যগণকে মামলার শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য মনোনয়নের বিষয়ে অবহিত করিয়া **ফরম-৮** এ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অনুরোধপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৬) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে, পক্ষদ্বয় সেই ইউনিয়নের অধিবাসী না হইলেও উক্ত ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে।

(৭) মামলার কোন পক্ষ বা পক্ষদ্বয় উক্ত ইউনিয়নের অধিবাসী না হইলে তিনি অথবা তাহারা নিজ নিজ ইউনিয়ন হইতে আদালতের সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

১১। **লিখিত আপত্তি**।- (১) গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর, চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ে আবেদনের বিরুদ্ধে তাহার লিখিত আপত্তি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) প্রতিবাদী কর্তৃক লিখিত আপত্তি দাখিল এর বিষয়টি ঐচ্ছিক বিধায় একই সাথে গ্রাম আদালতের অপরাপর কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

১২। **গ্রাম আদালতের অধিবেশন**।- (১) গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান **১৫** (পনের) দিনের মধ্যে যে কোন দিনে গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

(২) পক্ষগণকে তাহাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য (মৌখিক অথবা দালিলিক) উপস্থিত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

১৩। **প্রাক বিচার**।- **(১)** প্রথম অধিবেশনের শুনানী অন্তে বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হইলে আইনের ধারা ৬ক অনুযায়ী প্রাকবিচারের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি বিচারক প্যানেল এর পক্ষ হইতে উভয়পক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) উভয় পক্ষ এইরূপ নিষ্পত্তিতে সম্মত হইলে গ্রাম আদালত আপোষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং সেইক্ষেত্রে একই দিনে প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোষনামা সম্পাদন করা যাইবে।

(৩) আপোষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ ও এর প্রতিটি পর্যায় গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে **ফরম-৯** অনুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে উভয়পক্ষ কারো প্ররোচনা ব্যতীত আপোষে সম্মত হইয়াছেন মর্মে আপোষনামায় উল্লেখ থাকিবে।

(৪) আপোষনামায় বর্ণিত শর্তাবলী গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং প্রতিবাদী কর্তৃক আবেদনকারীর দাবী মেটানোর শর্তসমূহ অবশ্যই প্রাকবিচারের আপোষনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

(৫) প্রাকবিচারের উদ্যোগের শুরুতেই **ফরম-৯** অনুযায়ী আপোষনামা সম্পাদনপূর্বক বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করা হইলে উহার বিরুদ্ধে আপিল বা রিভিশন করা যাইবেনা মর্মে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী পক্ষকে মৌখিকভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৪। **শুনানী মূলতবী**।- (১) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হইলে আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলাটির বিচার কার্য শুরু করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) বিচার কার্য সম্পাদনকালে গ্রাম আদালত পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে মামলার শুনানী মূলতবী করিতে পারিবেন যাহা প্রতিক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিনের অধিক হইবে না।

(৩) মামলার যে কোন পক্ষের চাহিদা মোতাবেক গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান মামলার শুনানীর তারিখ ও নির্ধারিত বিষয় বিবৃত করিয়া ফরম-১১ এ মামলার স্লিপ প্রদান করিবেন বা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৫। সাক্ষীর প্রতি সমন ও সাক্ষ্য গ্রহণ।- (১) সাক্ষীর প্রতি সমন ফরম-৫ অনুযায়ী জারী করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি সমন দুই প্রস্থে লিখিত এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে।

(৩) প্রতিটি সমন ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মচারী অথবা ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জারী করিবেন।

(৪) যে সাক্ষীর প্রতি সমন দেওয়া হয় সমনের এক প্রস্থ তাহাকে অর্পণ করিয়া বা তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া উক্ত সমন তাহার উপর ব্যক্তিগতভাবে জারী করিতে হইবে।

(৫) সমন জারী অন্তে এই কাজের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমন গ্রহীতার প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপস্থিতিতে তিনি বা তাহার পরিবারের সদস্য বরাবর সমন জারী করা হইলে সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমনগ্রহীতার পক্ষে প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) যথাবিহিত চেষ্টা সত্ত্বেও উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারী করা সম্ভব না হইলে সমন জারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী দুই প্রস্থ সমনের এক প্রস্থ সমন প্রদত্ত ব্যক্তি সাধারণত যে বাড়ীতে বসবাস করিয়া থাকেন,উহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করিবেন যাহাতে উক্ত সমন যথাবিহিতভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

(৭) যে ব্যক্তিকে সমন প্রদান করা হইয়া থাকে তিনি যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাহিরে বসবাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ) সমন জারী করাইতে পারিবেন এবং আবেদনকারীকে এই বাবদ খরচ বহন করিতে হইবে।

(৮) মামলার পক্ষগণ এবং সাক্ষী বা সাক্ষীগণ প্রতিটি শুনানীর তারিখে ফরম-১০ এ বর্ণিত হাজিরায় স্বাক্ষর বা টিপসহ প্রদান করিবেন।

(৯) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে সশ্রদ্ধচিত্তে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক বিবৃতি প্রদান করিতে নির্দেশ দিবেন এবং উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন বা করাইবেন।

(১০) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অথবা প্যানেলভুক্ত যে কোন সদস্য মামলার পক্ষদ্বয় অথবা তাহাদের পক্ষের সাক্ষীগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

১৬। স্থানীয় পরিদর্শন।- গ্রাম আদালত বিচারাধীন যে কোন মামলার যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের যে কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত হইবার জন্য অথবা বিচার কার্য অধিকতর ন্যায়ানুগ করিবার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয়ভাবে পরিদর্শন করিতে পারিবে।

১৭। আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে আবেদন খারিজ, ইত্যাদি।- (১) যদি কোন ক্ষেত্রে আবেদনকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হাজির হইবার জন্য এবং গ্রাম আদালতের মামলার শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে হাজির

হইতে ব্যর্থ হন এবং গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী মামলা পরিচালনায় অবহেলা করিতেছেন তাহা হইলে কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত আবেদন খারিজ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোন আবেদনপত্র খারিজ হইলে উহা পুনর্বহালের জন্য খারিজ হওয়ার তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী ক্ষেত্রমত, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবেন এবং উক্ত আবেদনে উল্লিখিত অনুপস্থিতির কারণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে মামলাটি পুনর্বহাল করিয়া উহার শুনানীর তারিখ ধার্য করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী মামলা পুনর্বহাল করা হইলে উক্ত মামলায় ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত গঠিত হইয়া থাকিলে উহা বহাল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) মামলার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন যদি আবেদনকারী অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে গ্রাম আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঘোষণা করিতে পারিবেন অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৮। প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।- (১) যদি প্রতিবাদী মামলার শুনানীর জন্য গ্রাম আদালতের নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন এবং যদি তিনি অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া চেয়ারম্যানের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে চেয়ারম্যান প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতেই মামলার শুনানী এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে কোন মামলার শুনানী হইলে এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রতিবাদী চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রতিবাদীর আবেদন এবং অনুপস্থিতির কারণ চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে চেয়ারম্যান মামলাটি পুনর্বহাল করিবেন এবং উহার পুনঃশুনানীর জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

১৯। গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত।- (১) প্রত্যেক মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ফরম-**১২** অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ডিক্রী প্রদান করা হইবে।

(২) চেয়ারম্যান উক্ত আদালতের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিবেন।

(৩) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইয়া থাকিলে, তাহা যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হইয়াছে তাহার অনুপাত উল্লেখপূর্বক ফরম-২ এর মামলা রেজিস্টারের **১১**নং কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২০। ডিক্রী রেজিস্টার, ইত্যাদি।- (১) বিধি **১৯** অনুযায়ী গ্রাম আদালত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে চেয়ারম্যান ফরম-**১২** এর ডিক্রি রেজিস্টারের ৭ নং কলামে আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সহকারী জজ আদালত কর্তৃক আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানাইতে হইবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তদানুযায়ী **ফরম-১২** এর ডিক্রী রেজিস্টারে উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সেই মর্মে লিপিবদ্ধ করিয়া ডিক্রী বা আদেশ সংশোধন করিবেন।

২১। আপীলের আবেদন।- (১) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আপীলের আবেদন আবেদনকারী কর্তৃক লিখিত এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা এবং আবেদনের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত গ্রাম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী বা আদেশের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে এবং অনুলিপিটি চেয়ারম্যানের নিজ স্বাক্ষরে প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

(৩) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী দাখিলকৃত আপীল আবেদন ফৌজদারী মামলার এখতিয়ার সম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এবং দেওয়ানী মামলার এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

২২। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান।- (১) গ্রাম আদালত যে মেয়াদ নির্ধারণ করিবে সেই মেয়াদের মধ্যে ডিক্রী বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু কোনক্রমেই উক্ত মেয়াদ চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ **ফরম-১৩** অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২৩। নথিপত্র দেখা।- চেয়ারম্যান অথবা উক্ত বিরোধীয় বিষয়ে কোন গ্রাম আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষ হইতে ২০ (বিশ) টাকা হারে ফিস গ্রহণক্রমে গ্রাম আদালতের বিবাদ সম্পর্কিত নথিপত্র দেখিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৪। নকল সরবরাহ।- (১) চেয়ারম্যান অথবা উক্ত বিরোধীয় বিষয়ে কোন গ্রাম আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে প্রতি পৃষ্ঠা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে ফিস প্রদানের পর, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অথবা এই বিধিমালা অনুযায়ী রক্ষিত কোন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় বা উহার অংশ বিশেষের নকল বা ফটোকপি সরবরাহ করিবেন।

(২) সরবরাহকৃত নকল বা ফটোকপিতে চেয়ারম্যান অথবা উক্ত বিরোধীয় বিষয়ে কোন গ্রাম আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করিবেন এবং আদালতের সীলমোহর ব্যবহার করিবেন।

২৫। রসিদ প্রদান, ইত্যাদি।- (১) আইনের ধারা ৯ এবং ধারা **১১** অনুযায়ী কোন জরিমানা প্রদান করা হইলে বা ধারা **১২** অনুযায়ী তাহা আদায় করা হইলে অথবা এই বিধিমালা অনুযায়ী কোন ফিস আদায় করা হইলে, ফরম-**১৪** অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর সম্বলিত উহার একটি রসিদ প্রদান করিতে হইবে এবং উহার মুড়িপত্র ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে জমা রাখিতে হইবে।

(২) প্রাপ্ত সকল জরিমানা ও ফিস ফরম-১৫ এর ফিস বা জরিমানা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রদেয় সকল ফিস ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৬। ইউনিয়ন পরিষদ ডাক রেজিস্টার।- (১) গ্রাম আদালত সংক্রান্ত সমন এবং অন্যান্য চিঠিপত্রের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ফরম-১৬ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) গ্রাম আদালতের প্রতিটি সমন ইস্যু, জারী ও চিঠিপত্রের প্রয়োজনীয় বিবরণী উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৭। অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির প্রতিবেদন।- (১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর ফরম-১৭ অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ, নিষ্পত্তি ও অপেক্ষমান সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মামলার নিষ্পত্তির পর্যাপ্ততা নিরূপণ করিবেন এবং নিষ্পত্তি অপর্যাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করিবার নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ হইতে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সমন্বিত করিয়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার একই মাসের বিশ (২০) তারিখের মধ্যে উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ডিডিএলজি) বরাবর ফরম-১৮ অনুযায়ী ১ (এক) টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা হইতে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সমন্বিত করিয়া ফরম-১৯ অনুযায়ী একই মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং সার্বিক অবগতির জন্য উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি জেলা প্রশাসক এবং জেলা জজ বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

২৮। রেজিস্টারের বিষয়সমূহের ক্রমিক নং।- (১) আবেদনপত্র গ্রহণ এবং ডিক্রী বা আদেশ প্রদানের ক্রমানুসারে মামলার রেজিস্টারের এবং ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহের ক্রমিক নং এর সাথে বৎসরের উল্লেখ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক বৎসরে নূতন করিয়া ক্রমিক নং প্রদান শুরু করিতে হইবে।

২৯। রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণ।- (১) গ্রাম আদালতের সকল নথিপত্র এবং রেজিস্টার ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে সংরক্ষিত হইবে।

(২) রেজিস্টারসমূহ ১০ (দশ) বৎসর ও অন্যান্য নথিপত্র ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকিবে।

৩০। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অপসারণ, ইত্যাদি।- (১) গ্রাম আদালত রায় প্রদান করিবার পূর্বে যে কোন সময়ে আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কোন কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্যানেল চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিতে অসমর্থ হইলে অথবা তাহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত বিষয়ে কোন পক্ষের লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর তাহার বিবেচনায় আবেদনে বর্ণিত বিষয় যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন সদস্যকে (বিবাদের কোন পক্ষের মনোনীত সদস্য নহেন) চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিবার জন্য নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের কার্যধারা ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নিযুক্ত চেয়ারম্যানের নাম ফরম-২ এ মামলা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩১। দাবী বা বিবাদ স্বীকার।- (১) সমন প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্য কোন ভাবে অবহিত হইয়া প্রতিবাদী ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হইয়া দাবী বা বিবাদ স্বীকার করিলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবী পূরণ করিলে গ্রাম আদালত গঠন করা হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রতিবাদী কর্তৃক দাবী বা বিবাদ স্বীকার করা হইলে এবং উক্ত দাবী পূরন করা হইলে এই বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষন করিবেন এবং ফরম-**১৩** অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩২। সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো।- (১) কোন মামলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আইনের ধারা ৮ এর উপ–ধারা (২) অনুযায়ী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত এর নিকট আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত কর্তৃক উক্ত মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে পাঠানো হইলে মামলাটি একই নম্বরে প্রতিস্থাপিত করিয়া অবিলম্বে উহার বিচার শুরু করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আপীল আদালতের আদেশের সারাংশ ফরম-২ অনুযায়ী মামলার রেজিস্টারের **১২** নম্বর কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৩। বিচারাধীন মামলা উচ্চ আদালত হইতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ।- (১) মামলার অভিযোগ শুনানীর সময় কোন আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে মামলাটি গ্রাম আদালতে বিচার্য তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলাটি গ্রাম আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করিবার সময় উক্ত মামলায় কোন সমন জারী থাকিলে তাহা প্রত্যাহার করিবেন এবং মামলাটি গ্রাম আদালতে প্রেরিত হইয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর আওতায় কোন মামলা গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ মামলার আবেদনকারীর নিকট হইতে কোন প্রকার ফি গ্রহণ করিবেন না।

৩৪। জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি।- (১) আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী গ্রাম আদালতের মামলা ডিক্রি অথবা সিদ্ধান্তমূলে আদায়যোগ্য অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর অধীনে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর বিধান অনুযায়ী অনুরোধপত্রে উল্লিখিত অর্থ আদায় করিবেন এবং অনুরোধপত্র গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রেরিত অর্থ উহা গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থ ফরম-**১৩** তে রক্ষিত গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে জমা করিতে হইবে এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ উল্লিখিত রেজিস্ট্রারের নির্ধারিত কলামে স্বাক্ষীর সম্মুখে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ও স্বাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী অনুরোধপত্র পাওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ আদায় করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত অর্থ স্থানীয় সরকার

(ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে সরকারি দাবী হিসাবে আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) বা সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ফরম-২০ অনুযায়ী দাবী পেশ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আদায়কৃত অর্থ গ্রাম আদালতের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া মামলার আবেদনকারীকে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রদান করিবেন।

(৭) আবেদনকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির পক্ষে যদি ক্ষতিপূরণের অর্থ তাৎক্ষনিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তাহা ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা করিয়া আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৮) এইরূপে অবহিত হইবার পর আবেদনকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদে সশরীরে উপস্থিত হইয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিবেন।

(৯) জরিমানার অর্থ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উহা ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা করিবেন।

৩৫। মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা।- (১) আইনের ধারা ৯ক অনুসারে কোন প্রকার শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী হয়রানি বা ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন কিনা তাহা আদালতের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে হইবে।

(২) এক্ষেত্রে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কারণ না থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনপূর্বক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে আবেদনকারীর অভিযোগ খারিজ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী দায়েরকৃত মামলার যথার্থতা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে মামলা খারিজ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ।- গ্রাম আদালত যদি মনে করেন যে গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন ফৌজদারী মামলার প্রতিবাদীর অপরাধ গুরুতর এবং সুবিচারের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত, তাহা হইলে গ্রাম আদালত উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফরম-২১ অনুযায়ী মামলাটি এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবেন।

৩৭। গ্রাম আদালতের ফরম ও ফরমেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা।- এই বিধিমালায় বর্ণিত ফরম ও ফরমেটসমূহ ছাপানো বা মুদ্রিত আকারে অথবা হুবহু অনুসরণক্রমে সাদা কাগজে রেজিস্টার আকারে ব্যবহার করা যাইবে।

৩৮। গ্রাম আদালতের সীলমোহর, ইত্যাদি।- (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে গ্রাম আদালতের একটি সীলমোহর রাখিতে হইবে যাহা গোলাকার এবং উহা “গ্রাম আদালত” ও ""............ইউনিয়ন পরিষদ'' এর নামাঙ্কিত হইতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রদত্ত সকল আদেশ, ডিক্রী, নকল এবং অন্যান্য দলিলপত্রে গ্রাম আদালতের সীলমোহর ব্যবহার করিতে হইবে।